কর্মবীর প্রফেসর আ. ফ. ম. খোদাদাদ খান (১৯৩৬ - ২০১৬)

মুনিবুর রহমান চৌধুরী

আ ফ ম খোদাদাদ খানের পিতার নাম আবদুর রাজ্জাক খান, পৈত্রিক নিবাস ডিক্রিভূমি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। এলাকার A. Ali H.E. School হতে ১৯৫১ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ হতে ১৯৫৩ সালে আই এসসি (বর্তমান উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান) উভয় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে যৌথ অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৩৩ সালে চালু করা এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান উভয় বিষয়ে সমান দক্ষতা অর্জন। প্রোগ্রামটি কঠিন ছিল; কোন কোন বছর এতে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হত না। ষাটের দশকে প্রোগ্রামটি পরিত্যক্ত হয়ে যায়। আমার জানা মতে এর সর্বশেষ শিক্ষার্থী ছিল আমারই ব্যাচমেট মুক্তিযুদ্ধের শহীদ মাশুকুর রহমান টোজো। অনার্সের পর এই প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী গণিত অথবা পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি নিতে পারত। খোদাদাদ খান ১৯৫৭ সালে ফলিত গণিতে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। অন্যদিকে টোজো প্রফেসর এ এম হারুনুর রশীদ-এর অধীনে থিসিস গ্রুপে পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রফেসর খোদাদাদ খান আজীবন শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু ১৯৫৭ সালে নোয়াখালীর চৌমুহনী কলেজে। এরপর তিনি জগন্নাথ কলেজের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি সিনিয়র লেকচারার (বর্তমান সহকারী অধ্যাপক) পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগে যোগদান করেন।

আ ফ ম খোদাদাদ খান বাংলাদেশ গণিত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৭৬ সালে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ড. শেখ সোহরাবুদ্দীন চাকুরি নিয়ে লিবিয়ার ত্রিপলি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৭৭ সালে সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর ড. শ. ম. আজিজুল হক চাকুরি নিয়ে ইরাকের Al-Mustansiriyah University-তে চলে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ গণিত সমিতির কার্যকলাপ স্থবির হয়ে পড়ে। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ গণিত সমিতির কার্যকলাপ পুনরায় চালু করার জন্য আ ফ ম খোদাদাদ খান এবং আ ম ম শহীদুল্লা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন খোদাদাদ খান একাদিক্রমে চার বছর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ঐ সময়ে বাংলাদেশের প্রথম কারিকুলাম কমিটির ১৯৭৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণির নতুন পাঠ্যপুস্তক সরকারের টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

হয়। গণিতের বইগুলি দুর্বোধ্য ও অপরিকল্পিত হওয়ায় গণিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই সংকট নিরসনের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বাংলাদেশ গণিত সমিতি এগিয়ে আসে। প্রফেসর খোদাদাদ খানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ গণিত সমিতি টেক্সট বুক বোর্ডের নিকট থেকে ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইগুলি পুনর্লিখন এবং অপ্রকাশিত বইগুলি বাংলাদেশ গণিত সমিতি কর্তৃক নিয়োজিত লেখক সংঘ দ্বারা প্রণয়নের দায়িত্ব পায়।

১৯৯০ সালে নতুন কারিকুলাম প্রণীত হওয়া এবং তদঅনুযায়ী টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক নিয়োজিত লেখক দ্বারা নতুন বই লেখা ও প্রকাশনা পর্যন্ড় দীর্ঘ দশ-বারো বছর এই বইগুলি চালু ছিল। বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এটি একটি অনন্য ঘটনা; এর সিংহভাগ কৃতিত্ব প্রফেসর খোদাদাদ খানের। বাংলাদেশ গণিত সমিতি কর্তৃক নিয়োজিত লেখক সংঘ বলতে গেলে বিনা পারিশ্রমিকে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে তাঁদের মেধা, সময় ও শ্রম দিয়ে একটি জাতীয় দুর্যোগ থেকে গণিত শিক্ষাকে রক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশ গণিত সমিতি এ বাবদ টেক্সট বুক বোর্ড থেকে যে অর্থ পেয়েছিল, তার একটি অংশ (৩০,০০০ টাকা) প্রফেসর খোদাদাদ খান সমিতির নামে ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসাবে রেখে দেন। কালক্রমে এই আমানত বৃদ্ধি পেয়ে দুই লক্ষ টাকা হয়। ১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ সমিতি দৈন্য দশায় নিপতিত হয়। তখন ঐ স্থায়ী আমানতই সমিতিকে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করে।

প্রফেসর খোদাদাদ খান মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রভোস্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের মহাসচিব সহ আরো অনেক দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সালের ৩০ জুন অবসর গ্রহণের পর দীর্ঘদিন তিনি গণিত বিভাগে অনারারী প্রফেসর পদ অলংকৃত করেন। তার সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। সর্বত্র তিনি তার অবিচল নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও সততার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

প্রফেসর খোদাদাদ খান বাংলাদেশে ফাজি গণিত (Fuzzy Mathematics) এর চর্চা ও প্রসারে পথিকৃৎ। ১৯৬৫ সালে University of California, Berkeley-এর ইরানি বংশোদ্ভূত অধ্যাপক Lotfi Zadeh, Fuzzy Set এর ধারণা প্রবর্তন করেন। কালক্রমে গণিত এবং প্রকৌশলের বিভিন্ন শাখায় ফাজি গণিত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করেছে।

আমি এই মহান ব্যক্তিত্বের ও গণিতবিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

W